সবচেয়ে খ্যাতনামা শিক্ষায়তনগুলির মুসলমান পন্ডিতরা একমত হয়ে জানিয়েছেন যে অঙ্গ দান করা হচ্ছে একটা প্রশংসনীয় কাজ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এটা একটা কর্তব্যও হতে পারে। অঙ্গ দান করার জন্য এই শিক্ষায়তনগুলি সব মুসলমানদের আহ্বান জানাচ্ছে:

- *দা শারিয়া এ্যাকাডেমী অফ্ দা অর্গানাইজেশন অফ্ ইস্‌লামিক কন্‌ফারেন্স (সব মুসলমান দেশগুলির প্রতিনিধিত্ব করে)*
- *দা গ্র্যান্ড উলেমা কাউন্সিল অফ্ সৌদি এ্যারাবিয়া*
- *দা ইরানিয়ান রিলিজিয়াস অথরিটী*
- *দা আল-আহজার এ্যাকাডেমী অফ্ ইজিপ্ট*

অঙ্গ দান করাটা একটা অত্যন্ত বড় উপহার কিন্তু আরও দাতার প্রয়োজন আছে

সকলেই একটা তফাৎ করতে পারেন
দয়া করে:

- আপনার পরিবারের সাথে কথা বলবেন
- আপনার ইচ্ছা রেজিস্টার করবেন (খাতায় লিখিয়ে রাখবেন)
- একটা ডোনার কার্ড সাথে রাখবেন

অঙ্গ দান করা সম্বন্ধে আরও জানার জন্য অথবা এন্‌এইচ্‌এস্‌-এর অর্গান ডোনার রেজিস্টারে যোগদান করার জন্য, যোগাযোগ করুন:

দা অর্গান ডোনার লাইন
0845 60 60 400
www.uktransplant.org.uk

মুসলমান ধর্ম সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া যায়:
www.bbc.co.uk/religion

ট্র্যান্সপ্ল্যান্ট প্রাণ বাঁচায়

Compiled by Rachel Howitt, Bradford Hospitals NHS Trust
Produced by UK Transplant, Fox Den Road, Stoke Gifford, Bristol BS34 8RR
© UK Transplant April 2003

NHS

UK Transplant

ইসলাম এবং অঙ্গ দান করা

অঙ্গ দান করা এবং মুসলমান ধর্মের বিশ্বাস সম্পর্কে একটি নির্দেশিকা

Islam
and organ donation
Bengali

অঙ্গ দান করা (অর্গান ডোনেশন)

যার একটা ট্র্যান্সপ্ল্যান্টের (একজনের দেহ থেকে নিয়ে অন্য একজনের দেহে সংযোজিত করা) দরকার আছে, সেরকম অন্য একজন ব্যক্তিকে উপহার হিসাবে শরীরের অঙ্গ দেওয়াকে অঙ্গ দান করা বলে। অঙ্গ ট্র্যান্সপ্ল্যান্ট করার ফলে, প্রতি বছর শত শত লোকের প্রাণ বাঁচানো হয়। যাদের মৃত্যু হয়েছে তারা যে অঙ্গগুলি দান করতে পারেন তার মধ্যে আছে হার্ট (হৃৎপিন্ড), ফুস্‌ফুস্‌, কিড্‌নী (মূত্রগ্রন্থি), লিভার (যকৃৎ), প্যান্‌ক্রিয়াজ্‌ এবং ছোট অন্ত্রনালী। অন্যদের সাহায্য করার জন্য, গায়ের চামড়া, হাড়, হার্টের ভাল্‌ভ এবং চোখের কর্নিয়ার মত টিশুও ব্যবহার করা যায়।

কখন অঙ্গ দান করা যেতে পারে

প্রাণ বাঁচানোর জন্য যা যা করা সম্ভব তা করতে ডাক্তার ও নার্সরা বদ্ধপরিকর। প্রাণ বাঁচানোর সবরকম চেষ্টা সফল না হলে এবং ট্র্যান্সপ্ল্যান্ট টীমের সাথে কোনরকম সম্পর্কবিহীন একজন ডাক্তার বা ডাক্তাররা মৃত্যু হয়েছে বলে নিশ্চিতভাবে জানালে, শুধুমাত্র তবেই ট্র্যান্সপ্ল্যান্ট করার জন্য অঙ্গ নেওয়া হয়।

দান করা বেশীরভাগ অঙ্গই এমন লোকের থেকে আসে, যাদের গুরুতর রকমের ব্রেইনের (মগজের) আঘাতের ফলে মৃত্যু হয়েছে এবং যাদের ইন্টেন্‌সিভ্‌ কেয়ার ইউনিটে ভেন্টিলেটারে রেখে চিকিৎসা করা হয়। ব্রেইনের আঘাত, জীবন রক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক ব্রেইন স্টেম-এর (মূলের) কেন্দ্রগুলির ক্ষতি করে। এই কেন্দ্রগুলি বিনষ্ট হয়ে গেলে কারুর বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। এটা হলে, পরীক্ষা করে তা নিশ্চিতভাবে জানা যায়।

হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে যাদের মৃত্যু হয়, কিন্তু ভেন্টিলেটারে ছিলেন না, তারাও অঙ্গ দান করতে পারেন। এদের বলা হয় নন-হার্টবীটিং ডোনারস্‌ (হৃৎস্পন্দনবিহীন দাতা)।

কোন কোন সময়, হাসপাতালে যাদের মৃত্যু হয়নি, তারাও টিশুদাতা হতে পারেন।

সম্মতি

অঙ্গ দান করার আগে, রোগীর সবচেয়ে কাছের লোকদের সম্মতি, অথবা অসম্মতির অভাব সবসময় জানতে চাওয়া হয়। সেইজন্য, তাদের ভালবাসার লোকদের সাথে নিজেদের ইচ্ছা সম্বন্ধে আলোচনা করাটা লোকের পক্ষে এত গুরুত্বপূর্ণ। এই দান করাটা ব্যক্তিগত পছন্দের বিষয় এবং একই ধর্মীয় গোষ্ঠীর ভিতরেও মতবাদ থাকে। অঙ্গ দান করতে রাজী হয়েছেন এরকম অনেক পরিবারই বলেছেন যে, তাদের ক্ষতি থেকে যে কিছু একটা ভাল হয়েছে তা জানতে পেরে তাদের সাহায্য হয়েছে।

যত্ন এবং শ্রদ্ধা

অঙ্গ নেওয়ার কাজটি অত্যন্ত যত্ন এবং শ্রদ্ধার সাথে করা হয়। পরে, তাদের পরিবার মৃতদেহটি দেখতে পারেন এবং তারা চাইলে, কর্মচারীরা একজন চ্যাপলেইন অথবা স্থানীয় ধর্মীয় নেতার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

ইস্‌লাম এবং অঙ্গ দান করা

মুসলমান ধর্মের মৌলিক লক্ষ্যগুলির মধ্যে একটা হচ্ছে প্রাণ বাঁচানো। এটা হচ্ছে শরিয়তের একটা প্রধান লক্ষ্য এবং যারা অন্যদের মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচান, আল্লাহ্‌ তাদের প্রচুর পুরস্কার দিয়ে থাকেন।

জীবিত বা মৃত যাই হোক না কেন, মানুষের দেহের অপব্যবহার করা মুসলমান ধর্মে সাধারণতঃ নিষিদ্ধ। তবে অনেক ক্ষেত্রেই এই নিষেধাজ্ঞা শরিয়ত প্রয়োগ করে না: প্রথমতঃ যে সব ক্ষেত্রে প্রয়োজন আছে; এবং দ্বিতীয়তঃ, অন্য একজন লোকের প্রাণ বাঁচানোর জন্য। আল্‌-জরুরৎ টুবি আল্‌-ম্যজুরৎ (প্রয়োজন নিষিদ্ধতাকে বাতিল করে দেয়) বলে যে মুসলমান ধর্মের আইনের প্রবচন রয়েছে, সেটা অঙ্গ দান করার ক্ষেত্রে খুবই প্রাসঙ্গিক।

"যিনি একজন লোকের প্রাণ বাঁচান, সেটা এমন হবে যেন তিনি সব মানুষের প্রাণ রক্ষা করেছেন"
পবিত্র কোরান, সেপারা 5 উক্তি 32

"আপনি যদি অসুস্থ হন এবং আপনার যদি কোন ট্র্যান্সপ্ল্যান্টের দরকার থাকে, আপনি অবশ্যই চাইবেন যে সেই প্রয়োজনীয় অঙ্গটা দিয়ে কেউ আপনাকে সাহায্য করুক।"
শেখ ডাঃ এম্‌ এ জাকি বাদাউই, প্রিন্সিপাল, মুস্‌লিম কলেজ, লন্ডন

প্রাণ রক্ষাকারী ফতোয়ার সংক্ষিপ্তসার:

মুসলিম ল (শারিয়া) কাউন্সিল অফ্‌ গ্রেট ব্রিটেন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে:

- মৃত্যুর চিহ্নের বর্ণনা দেওয়ার জন্য ডাক্তারী পেশাদাররাই হচ্ছেন যথার্থ কর্তৃপক্ষ
- বর্তমান ডাক্তারী জ্ঞান মনে করে যে, ব্রেইন স্টেমের মৃত্যুই হচ্ছে মৃত্যুর প্রকৃত বর্ণনা
- অঙ্গ ট্র্যান্সপ্ল্যান্টের জন্য ব্রেইন স্টেমের মৃত্যুটা জীবনের শেষ বলে এই কাউন্সিল মেনে নিয়েছে
- শরিয়তের নিয়ম অনুসারে, যন্ত্রণা কমানোর জন্য অথবা প্রাণ বাঁচানোর জন্য অঙ্গ ট্র্যান্সপ্ল্যান্ট করাকে একটা পদ্ধতি বলে এই কাউন্সিল মেনে নিয়েছেন
- মুসলমানরা ডোনার (অঙ্গদাতার) কার্ড সাথে রাখতে পারেন
- ডোনার কার্ড না থাকলে অথবা তাদের অঙ্গ দান করার ইচ্ছা প্রকাশ না করে থাকলে, অন্য লোকের প্রাণ বাঁচানোর জন্য মৃতদেহ থেকে অঙ্গ নেওয়ার অনুমতি, নিকটতম আত্মীয় দিতে পারেন
- অবশ্যই কোন পুরস্কার ছাড়া এবং স্বেচ্ছায় অঙ্গ দান করতে হবে
- অঙ্গ নিয়ে ব্যবসা করা নিষিদ্ধ।

"যিনি অন্য কাউকে সাহায্য করেন তিনি আল্লাহ্‌র সাহায্য পাবেন"
হজরত মহম্মদ (সাল্লেল্লাহু আলাহে ওয়াসসালাম)